৫ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়া আজ আমাদের দেশটি বিশ্বের প্রথম দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দ্বিতীয় বারের মতো দুর্নীতির তালিকায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে প্রথম হয়েছে। দৃশ্যত দেখে মনে হচ্ছে দেশ আগামীতে এ পদক ধরে রাখবে। কারণ দেশের প্রতিটি বিভাগে, কর্পোরেশনে চলছে অনিয়ম ও দুর্নীতি। প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেই তার দুর্নীতির রেকর্ড ভাঙছে। এ বছর গম কেলেঙ্কারি নিয়ে হয়ে গেছে লঙ্কাকান্ড। ডেনমার্ক সরকার দুর্নীতির কথা বলে তার ফেরি কেনার সাহায্য ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো মামলা দিয়ে চলছে বিগত সরকারের আমলের মন্ত্রীদের ওপর। দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি শিকড় গেড়ে বসেছে। সরকারি অর্থ হাতিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের কতিপয় লোক। রাতারাতি তারা হয়ে যাচ্ছে কোটিপতি। এমনি একটি প্রতিষ্ঠানের নাম ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।

ব্রিটিশ আমলে ১৮৬৪ সালে ঢাকা নগর সুন্দরভাবে বিকাশের জন্য ঢাকা পৌরসভা গঠিত হয়। সময়ের বিবর্তনে পৌরসভা আজ সিটি কর্পোরেশন। আজও এ প্রতিষ্ঠানটি নগরবাসীর সুন্দর জীবন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু নগরবাসীর জীবনের মান উন্নয়নের কথা বলে ঋণ নেয়া হচ্ছে বিদেশ থেকে। দেশীয় ব্যাংক থেকে। অর্থ যোগান দিচ্ছে সরকার। এ অর্থ প্রকল্পের নামে হচ্ছে লুটপাট। গত দশ বছরে নগরীর রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য খরচ করা হয়েছে ১ হাজার ৮৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে ডিসিসি নিজস্ব উৎস থেকে খরচ করা হয়েছে ৬৩০ কোটি ৬২ লাখ টাকা। সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার প্রকল্প সাহায্যে খরচ হয়েছে ৪৫৭ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। এ অর্থে উন্নয়ন প্রকল্প হয়েছে। রাজধানীর উন্নতি হয়নি। দুই-তৃতীয়াংশ অর্থই হয়েছে লুটপাট। গত অর্থবছরে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিলো। এই টাকার দুই তৃতীয়াংশ খরচ হয়েছে। অথচ অর্থ দিয়ে মশা মারার ওষুধ কেনা হয়নি। দুর্নীতির সঙ্গে চলছে অপচয়। বাতিল ট্রাফিক সিগন্যাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এ বছর ৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বিশ্বব্যাংক ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যানজট নিরসনের জন্য বারোশ' কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্পের তিন বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। অথচ দশ শতাংশ কাজও হয়নি। বিশ্বব্যাংক কাজ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ। দুর্নীতি, অপচয়ের সঙ্গে অদক্ষতায় সিটি কর্পোরেশনকে ক্রমেই স্থবির প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। শামসুন্নাহার হলে পুলিশি বর্বরোচিত হামলার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্র বিক্ষোভের কারণে ৮ সেপ্টেম্বর বুয়েট বন্ধ করে দেয়া হয়। ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের ছাত্র, শিক্ষকের দখলদারিত্বের কারণে উত্তপ্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি দিয়ে হুমকি দেয়া হচ্ছে। টালমাটাল অবস্থা কৃষি, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের। সরকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য নয়। দখলদারিত্ব ও অদক্ষতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এমন পরিণতি হচ্ছে। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে জোট সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বাভাবিক পরিবেশ স্থিতিশীল রাখতে আন্তরিক হতে হবে।